হাসিনার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করার নিশ্চয়তা চেয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি



শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে ফিরলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে না, এমন লিখিত নিশ্চয়তা আদায়ে যুক্তরাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন দেশটির ছয় রাজনীতিক। এ বিষয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ডের কাছে চিঠি দিয়েছেন তাঁরা। একই সঙ্গে শেখ হাসিনার নিরাপত্তা, আইনি অধিকার ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন ব্রিটিশ এমপি বব ব্ল্যাকম্যান, সাবেক ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য চার্লস ট্যানকক এবং স্কটিশ পার্লামেন্টের চার সদস্য মার্টিন ডে, পল ম্যাকলেনান, অ্যালান ব্রাউন ও সিমাস লোগান।

গত ৪ নভেম্বর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম কমেন্ট সেন্টালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বব ব্ল্যাকম্যান চিঠি পাঠানোর বিষয়টি জানান। এতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের স্বাধীন তদন্ত এবং তাঁর মানবাধিকার ও আইনি অধিকার সুরক্ষার আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে চিঠিতে তাঁকে দায়মুক্তি দেওয়া বা বিচারিক প্রক্রিয়ার আগাম সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি জানানো হয়নি।

চিঠিতে চারটি বিষয়ে যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করার লিখিত নিশ্চয়তা, আটক হলে নির্যাতন ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা এবং পছন্দের আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নিশ্চিত করা।

এ ছাড়া জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের সহযোগিতায় বিচারপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও অভিযোগের স্বাধীন তদন্ত এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা ও প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধে সংলাপ আয়োজনের উদ্যোগ চেয়েছেন তাঁরা।

ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনকে বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশন ও জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের সম্ভাব্য পদক্ষেপ ও মধ্যস্থতার সময়সূচি লিখিতভাবে জানানোর অনুরোধ করেছেন চিঠির স্বাক্ষরকারীরা।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। রায়ের পর হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিচারপ্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার নিয়ে উদ্বেগ জানায়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য সরকার সব পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে আসছে।